দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ১০ আষাঢ় ১৪২২
২৪ জুন ২০১৫

মুক্ত আকাশে উড়তে আনন্দ

● জিয়া হাসান

স্কলাসটিকার মিরপুর শাখায় 'ও' লেভেলে চারটা বিষয়ে সেরা হয়েছে নুর-ই-শাহরীন। সমাপনী অনুষ্ঠানে কথা হয় তার সাথে। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করতেই তার মুখে যেন খই ফোটে 'মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর মতো আনন্দ হচ্ছে। অনেক হালকা লাগছে। আবার ভয়ও করছে কারণ সামনে আরও বেশি পড়াশোনা।'

স্কুলের উত্তরা ও মিরপুর সিনিয়ার শাখায় গত ১৪, ১৬ ও ১৮ জুন ছিল এ সমাপনী অনুষ্ঠান। স্কুল প্রাঙ্গণে এসটিএম মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ও এবং এ লেভেলের মোট ৫৪৬ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। সনদ পেয়ে শাহরীনের মতো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে শেখ ইরফানুল কবীর 'এতো আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি।' এরকম বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তিনদিনের সমাপনী শেষ হয়।

মিরপুরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি শিক্ষার্থীদের একরৈখিক নয় বরং বহুমুখী জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু চাকরি করলেই হবে না সাথে আনন্দ-বিনোদনেও সময় কাটাতে হবে। তা হলেই জীবন সুন্দর ও বর্ণিল হয়ে উঠবে। আর উত্তরা সিনিয়র শাখার 'এ' লেভেলের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক। তিনি বলেন, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেনো নিজে আলোকিত হলে দেশ আলোকিত হয়। নিজেকে গড়ে তুললে দেশ গড়ে ওঠে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কলাসটিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দা মাদিহা মুরশেদ এবং ডাইরেক্টর ও সিওও ওয়াসিমা পারভীন। সভাপতিত্ব করেন উত্তরা সিনিয়র শাখার প্রিন্সিপাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কায়সার আহমেদ (অবঃ) ও মিরপুরের সিনিয়র ভাইস প্রিন্সিপাল ফারাহ্ সোফিয়া আহমেদ। সনদ বিতরণের ফাঁকে-ফাঁকে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।